রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৭ সনের ২৫ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ২২, ২০১৭

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪০৯—৪২৭
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৩৯—১০৪৭
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩৭—১৩৯
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকরি কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৫৭—৭৭৬
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ মে ২০১৭

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২১.১৭-৩৩২—প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ১০(১)(ঝ) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর প্রতিনিধি হিসেবে পরিচালক পদে নিযুক্ত জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান অন্যত্র বদলী হওয়ায় তাঁর পরিবর্তে একই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ) পদে কর্মরত যুগ্মসচিব জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম-কে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে ০৩(তিন) বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ মে ২০১৭

নং আর-৬/৪ডি-০৭/২০১৪-১২৮—জনাব মোঃ নূর নেওয়াজ, সাব-রেজিস্ট্রার, নান্দাইল, ময়মনসিংহ সাবেক সাব-রেজিস্ট্রার, কালিহাতী, টাংগাইল এর ২য় (দ্বিতীয়) কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক বিবেচনা গণ্যে তাঁকে বিভাগীয় মামলা নং ০৭/২০১৪ এর অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ১৫ মে ২০১৭

নং বিচার-৭/২এন-৭৯/২০০৪-৪০৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ আব্দুল মতিন, পিতা-আব্দুল কাদের, মাতা-রহিমা বেগম, ৯৫, চরবেউথা, ০৮ নং ওয়ার্ড, মানিকগঞ্জ পৌরসভা, ডাকঘর-মানিকগঞ্জ, উপজেলা-সদর, জেলা-মানিকগঞ্জ।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মানিকগঞ্জ জেলার সদর পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জি,এম, নাজমুছ শাহাদাৎ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(টি.ও-২ অধিশাখা)

পরিপত্র

তারিখ: ০১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪/১৫ মে ২০১৭

নং বাম/টিও-২/এ-১৫/২০০৫/১১৫—এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশনের বিগত ০৯ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ১৩(১) ধারার বিধানমতে সরকারি দপ্তরসমূহ ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট সকল অনুমোদিত সিএনসি স্টেশন বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশনের সদস্য পদ আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করার বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

মোঃ আবদুল মান্নান
পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন
ও
অতিরিক্ত সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উন্নয়ন-১ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪/১৬ মে ২০১৭

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০৩.২০১৩-৪২৪—যেহেতু, জনাব মোঃ সৈয়দুর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) এলজিইডি, নবীগঞ্জ, জেলা হবিগঞ্জ জেলায় কর্মরত থাকাবস্থায় তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীন নবীগঞ্জ উপজেলায় পানিউমদা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে যথাযথ দায়িত্ব পালন না করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় তাঁর দাখিলকৃত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৪(২) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ সৈয়দুর রহমান এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদন ও তৎপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তের দ্বিতীয় জবাব পর্যালোচনায় জনাব মোঃ সৈয়দুর রহমান পানিউমদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের ফুটিং (Footing) নির্মাণে দায়িত্বে অবহেলা করেছেন। তিনি ড্রইং ও ডিজাইন অনুসরণে রড বাইন্ডিং করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করেননি। ঢালাই এর সময়ে উপস্থিত থাকনেনি। ফলে ঠিকাদার কম রড ব্যবহার করে ঢালাই সম্পন্ন করেছেন। জনাব মোঃ সৈয়দুর রহমান এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

সেহেতু, আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং অভিযুক্তের সকল জবাব ও দলিলপত্র পর্যালোচনা করে অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনায় জনাব মোঃ সৈয়দুর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) এলজিইডি, নবীগঞ্জ, জেলা হবিগঞ্জ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই) বিধিতে বর্ণিত লঘু দণ্ড হিসেবে তাঁর বেতন স্কেলের নিম্নধাপে অবনমিত রাখার দণ্ড ১(এক) বছরের জন্য আরোপ করা হল। ১(এক) বছর পর তিনি বর্তমান স্কেলে (অর্থাৎ দণ্ড প্রদানের পূর্বের স্কেলে) বেতন ও বার্ষিক বর্ধিত বেতনাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল মালেক
সচিব।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

আদেশ

তারিখ, ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪/২৮ মে ২০১৭

নং ০৩.০৭৯.০২৭.০৪.০০.০৩.২০১৬-৫৬১—যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান, পরিচিতি নং এ০০৮৬, উপ পরিচালক, জেলা এনএসআই, রাজবাড়ি কার্যালয়-এর বিরুদ্ধে গত ২৪-০৫-২০১৬ তারিখে উক্ত কার্যালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত ঢাকা মেট্রো-গ-৩৭-০৬২৬ নং গাড়িটি তার অধিক্ষেত্রের বাহিরে বিনাঅনুমতিতে নিয়ে আসার অভিযোগ উত্থাপিত হয়;

যেহেতু, বর্ণিত গাড়িটি সরকারি যানবাহন ব্যবহার নীতিমালা লঙ্ঘনপূর্বক নিজ অধিক্ষেত্রের বাহিরে গাড়ীচালককে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে আসতে বাধ্য করাসহ বিভিন্ন সময়ে ১৯(ঊনিশ) দিন কর্মস্থলের বাহিরে অবৈধভাবে ব্যবহারের অভিযোগে গত ৩১-০৫-২০১৬ তারিখে ব্যাখ্যা তলব করা হয়;

যেহেতু, তাঁর জবাব কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি বিধায় ০৩ সদস্য বিশিষ্ট গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ'-এর অপরাধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং কেন তার বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না সে বিষয়ে লিখিত জবাব চাওয়া হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানী দিতে ইচ্ছুক কিনা তাও লিখিতভাবে জানাতে বলা হয়;

যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান, পরিচিতি নং এ০০৮৬ গত ০৩-০১-২০১৭ তারিখে স্বাক্ষরিত লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৯-০২-২০১৭ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব কর্তৃক শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত শুনানীকালে এনএসআই-এর প্রতিনিধি উপ-পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ সরকার উপস্থিত ছিলেন। শুনানীকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা আনীত অভিযোগ স্বীকার করে উল্লেখ করেন যে, তাঁর সন্তানের অত্যন্ত জরুরী চিকিৎসার প্রয়োজনে বরাদ্দকৃত গাড়িটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই ঢাকায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ইতঃপূর্বে কখনো তাঁকে বর্ণিত বিষয়ে কোন সতর্ক করা হয়নি। তিনি মানবিক দিক বিবেচনা পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

যেহেতু, শুনানীকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি ও নথিজাত কাগজপত্র অনুযায়ী সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হলেও মানবিক দিক বিবেচনায় এবং ইতঃপূর্বে অনুরূপ কোন বিষয়ে কখনো সতর্ক না করায় ও প্রথমবারের মত কৃত অপরাধ হিসেবে বিবেচনায় ভবিষ্যতে সতর্ক থাকবেন মর্মে প্রতীতি জন্মেছে। তাই শাস্তি আরোপ করা যুক্তিযুক্ত মর্মে প্রতিভাত হচ্ছে না।

সেহেতু, জনাব মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান, পরিচিতি নং এ০০৮৬, উপ-পরিচালক, জেলা এনএসআই, রাজবাড়ী-কে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল), বিধিমালা ১৯৮৫-এর ৭(২) অনুযায়ী আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হলো।

সুরাইয়া বেগম এনডিসি
সিনিয়র সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪/১৬ মে ২০১৭

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০২.১৬(বি.মা.)-২৪৯—যেহেতু, জনাব রাসেল মনজুর (পরিচিতি নম্বর-১৫৭৬৫), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর বর্তমানে সিনিয়র সহকারী সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বীরগঞ্জ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকালে তার নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য জনৈক মেহেদী হাসান রবিন কর্তৃক মাদক দ্রব্য বহনকালে হাতে-নাতে ধৃত হওয়া, জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত ব্যক্তি কর্তৃক অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য মাদক দ্রব্য বহনের কথা স্বীকার করা, বিভিন্ন সময়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট ধৃত ব্যক্তি কর্তৃক মাদক দ্রব্য পৌঁছে দেয়া, এ জন্য বকশিস প্রাপ্তি, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মাদক দ্রব্য সেবন করা এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ সত্ত্বেও সাক্ষ্য প্রদানে উপস্থিত না হওয়া ইত্যাদি অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপলী) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ০৯-০৫-২০১৬ তারিখে ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০২.১৬(বি.মা.)-২৬৭ নম্বর স্মারকমূলে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে গত ১৮-০৫-২০১৬ তারিখ লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন এবং তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৯-০৬-২০১৬ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানী অন্তে ন্যায়বিচারের স্বার্থে ও প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের লক্ষ্যে বেগম নূর্সিয়া কমল (পরিচিতি নম্বর-৬৬৯৯), উপসচিব, উদ্বৃত্ত কর্মচারী অধিশাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা গত ০৬-০২-২০১৭ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব রাসেল মনজুর এর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত, বিভাগীয় মামলার নথি এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে জনাব রাসেল মনজুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব রাসেল মনজুর (পরিচিতি নম্বর-১৫৭৬৫), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর বর্তমানে সিনিয়র সহকারী সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ৩১ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৪ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.০০১.২০১৬-১১২—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
(১)	ওয়াহেদপুর	২৪	দেবীদ্বার	কুমিল্লা	
(২)	রাজাখারচর	৩২	দেবীদ্বার	কুমিল্লা	
(৩)	গোবিন্দপুর	৭১	দেবীদ্বার	কুমিল্লা	
(৪)	দরিকান্দি	২২	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	
(৫)	কাউরিয়া চর	৬২	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	
(৬)	বানিয়া পাড়া	১১৮	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	
(৭)	মবারকপুর	১৩৪	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	
(৮)	রায়পুর	১৪২	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	
(৯)	হরিণাভবানীপুর	২০৭	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	
(১০)	কানাচোয়া	২১১	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	
(১১)	মিনারদিয়া	২১৮	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	
(১২)	তালেরছেও	২৬২	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	
(১৩)	নোয়াকান্দি	১৭৩	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৬১০৭/০৯ নং রীট দায়ের থাকায় রীট সংশ্লিষ্ট ১৭৭, ১৯৭, ৫৫০ ও ৬৪৬ নং খতিয়ান ব্যতীত।
(১৪)	ভুলুয়াপাড়া	৫৭	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা	
(১৫)	হরিপুর	৬৪	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা	
(১৬)	বাজে বাহের চর	৫১	বুড়িচং	কুমিল্লা	
(১৭)	কেশাইরাম	৬৯	বুড়িচং	কুমিল্লা	
(১৮)	পশ্চিম অঞ্জাপুর	১৪৪	বুড়িচং	কুমিল্লা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৭০০১/২০১০ নং রীট দায়ের থাকায় রীট সংশ্লিষ্ট ২০১ ও ৩৫৭ নং খতিয়ান ব্যতীত।
(১৯)	মধ্যশ্রীপুর	১৫২	লাকসাম	কুমিল্লা	
(২০)	রাজসা	১৮৮	লাকসাম	কুমিল্লা	
(২১)	সমসপুর	১০১	লাকসাম	কুমিল্লা	
(২২)	বাইনচাটিয়া	২০১	লাকসাম	কুমিল্লা	
(২৩)	পাইকপাড়া	২০৩	লাকসাম	কুমিল্লা	
(২৪)	হারাখাল	৩১৮	লাকসাম	কুমিল্লা	
(২৫)	মৈসাদী	৬১	মতলব	চাঁদপুর	
(২৬)	তালসহর	৩১	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	
(২৭)	পাঘাচঙ্গ	২৬৪	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	
(২৮)	পশ্চিম নয়ানপুর	২৭৭	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.১১২.১০-১১৩—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
(১)	ফাজিলপুর	০১	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
(২)	অভিরামপুর	০৫	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
(৩)	আবুয়াডগী	২৪	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
(৪)	মান্দারতলী	৩২	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
(৫)	চুলডগী	৩৪	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
(৬)	পশ্চিম বাহাদুরপুর	৬৯	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
(৭)	উত্তর লক্ষ্মীপুর	৮৯	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
(৮)	পশ্চিম ফতেপুর	১১১	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
(৯)	মকিমপুর	১৪৫	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
(১০)	আনিচপুর	১৪৮	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
(১১)	এনায়েতনগর	২০৯	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী	
(১২)	বদরপুর	৮৩	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী	
(১৩)	দক্ষিণ অভিরামপুর	১১৪	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী	
(১৪)	চাঙ্গিরগাঁও	৩৮	রামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুর	
(১৫)	আলীপুর	১২৮	রামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রফিকুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শাখা-৭ (কলেজ-২)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ বৈশাখ ১৪২৪/০৯ মে ২০১৭

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০২৩.১২-৩০০—যেহেতু, বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান (১৭৬০০), প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি), শরীয়তপুর সরকারি কলেজ, শরীয়তপুর এর বিরুদ্ধে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি। পরবর্তীতে বিধি অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা জনান যে, "জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান এর পিতার হঠাৎ মৃত্যু ও মা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে যান। প্রথম দিকে তিনি অনিয়মিত উপস্থিতি এবং তৎপরবর্তীতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসাধীন থাকায় তিনি নিয়মিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি চাকুরিতে যোগদানের পর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। বিভাগীয় পদোন্নতি সংক্রান্ত ধারাবাহিক শর্তাদি পূরণ করায় তাকে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি প্রদান করে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রেষণে পদায়ন করা হয়। তার কর্মস্থলে অনুপস্থিতির বিষয়টি তার মানসিক ভারসাম্যহীনতার সাথে সম্পর্কিত। তাছাড়া শরীয়তপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক মহাপরিচালক (মাউশি) বরাবর প্রেরিত পত্রেও অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান চিকিৎসার পর বর্তমানে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন মর্মে উল্লেখ করে মানবিক দিক বিবেচনায় তাঁকে চাকুরিতে যোগাদানের অনুমতি প্রদানের অনুরোধ করেছেন। এতদসঙ্গে তিনি এ মর্মে অভিযুক্ত কর্মকর্তার ডাক্তারী সনদ ও দাখিল করেছেন। জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়নি বিধায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান (১৭৬০০), প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি), শরীয়তপুর সরকারি কলেজ, শরীয়তপুর এর তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন এবং আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তার অননুমোদিত অনুপস্থিত সময়কালকে (০২-০১-২০১০ তারিখ হতে ১৭-১১-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত) বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ বৈশাখ ১৪২৪/১১ মে ২০১৭

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.০৫১.১৪-১৭২—বাংলাদেশ সেনা-বাহিনীর বিএ-৮০৪১ ক্যাপ্টেন মুমতাহিন জুবায়ের জিহান, ইঞ্জিনিয়ার্স কে বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুল্‌স্) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুল্‌স) ৭৮(সি), ২৫৩(এ), ২৬১, ৬০৩ এবং ৬০৪ অনুযায়ী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক
যুগ্মসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২১ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩২.০০২.১৬-৬৪২—দিনাজপুর জেলার সেতাবগঞ্জ পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ আব্দুল মতিন গত ১৯-০২-২০১৭ খ্রি: তারিখ মৃত্যুবরণ করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩(১)(চ) মোতাবেক সরকার উল্লিখিত আসনের কাউন্সিলর এর পদ শূন্য ঘোষণা করিল।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩২.০০২.১৬-৬৪১—পটুয়াখালী জেলার পটুয়াখালী পৌরসভার ৪, ৫ ও ৬নং ওয়ার্ডে সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর বেগম জাহানারা রাজ্জাক গত ৩০-০৩-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ মৃত্যুবরণ করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩(১)(চ) মোতাবেক সরকার উল্লিখিত সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এর পদ শূন্য ঘোষণা করিল।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩২.০০২.১৬-৬৪০—পাবনা জেলার সুজানগর পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ শাহ্ আলম মৃধা গত ০৮-০৪-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ মৃত্যুবরণ করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩(১)(চ) মোতাবেক সরকার উল্লিখিত আসনের কাউন্সিলর এর পদ শূন্য ঘোষণা করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুর রউফ মিয়া
উপসচিব।

উন্নয়ন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ বৈশাখ ১৪২৪/০৭ মে ২০১৭

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০২.২০১৬-৩৮৯—যেহেতু, জনাব মোঃ শাহিনুজ্জামান, সহকারী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়, এলজিইডি, বগুড়া অঞ্চল, বগুড়া জেলার শাজাহানপুর উপজেলায় উপজেলা প্রকৌশলীর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনকালে (ক) তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেননি; (খ) বিভাগীয় মামলার তদন্ত চলাকালে তদন্ত কর্মকর্তার সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন এবং বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে তর্ক করেছেন; (গ) শাজাহানপুর উপজেলা পরিষদের ২১-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের সভার কার্যবিবরণীর ১৫নং অনুচ্ছেদের বিবিধ আলোচনা ও সিদ্ধান্তের অংশ বাদ দিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে কার্যবিবরণী তৈরীপূর্বক তদন্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিল করে প্রতারণা করেছেন; (ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতির কাছ থেকে ৫% অর্থ ঘুষ হিসেবে দাবী করেছেন এবং ফাইল আটকে ঘুষ গ্রহণ করেছেন; (ঙ) উপজেলা পরিষদের অনুষ্ঠিত সভাগুলোতে তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের কোন ধরণের প্রতিবাদ করেননি, এতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়; (চ) উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে তিনি দায়িত্ব পালন করেননি; (ছ) স্থানীয় প্রভাবশালীদের আশ্রয়ে ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়ের জন্য দাপ্তরিক কাজে প্রভাব বিস্তার করেন; (জ) অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অফিসে আগত লোকজনের সাথে শিষ্টাচার বহির্ভূত অশালীন ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন; এবং অফিস শৃংখলা ও চাকুরী বিধি পরিপন্থি কাজে লিপ্ত থাকেন; (ঝ) তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার অভাবে অফিসে বিশৃংখলা পরিবেশের সৃষ্টি হয় (ঞ) তাঁর অশালীন ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের ফলে দপ্তরের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হয়; এবং (ট) বিভিন্ন সময়ে তাঁকে লিখিত ও মৌখিকভাবে সতর্ক করা সত্ত্বেও তাঁর আচরণের কোন পরিবর্তন হয়নি।

যেহেতু, স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৯-০৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০০২.২০১৬-৪০৯ নং স্মারক মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ), ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে কর্তব্য কাজে অবহেলা, অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে জনাব মোঃ শাহিনুজ্জামান এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ শাহিনুজ্জামানের প্রদত্ত লিখিত জবাব ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য ও আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তে জনাব মোঃ শাহিনুজ্জামানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি প্রেরণ করে জনাব মোঃ শাহিনুজ্জামান এর বক্তব্য পুনরায় গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ শাহিনুজ্জামান এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও তদন্ত প্রতিবেদন তাঁর ব্যক্তিগত এবং দুই দফা লিখিত জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়নি;

যেহেতু, জনাব মোঃ শাহিনুজ্জামান এর চাকুরী স্থায়ী হয়নি; তিনি এখনো শিক্ষানবিশ; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ শাহিনুজ্জামান, সহকারী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর, এলজিইডি, বগুড়া অঞ্চল (সাবেক কর্মস্থল উপজেলা প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব), এলজিইডি, শাজাহানপুর, বগুড়া) এর আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে এবং তাঁহার কর্মদক্ষ হবার সম্ভাবনা নেই।

সেহেতু, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী পদ হতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (কর্মকর্তা এবং কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৯ এর ৮(২)(ক) ধারা মোতাবেক তাঁর চাকুরীর অবসান ঘটানো হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল মালেক
সচিব।

পাস-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২২ মে ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৪৬.০৮৫.০১৮.০১.০০.০০৬.২০১১(অংশ-২)-৩৩৪—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১)(ঙ) ও ৬(৩) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব মুঃ মাহমুদ হোসেন এফসিএ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এফএন্ডএ), দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি), ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-কে দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হল।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৪ মে ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৪৬.০৮৫.০১৮.০২.০০.০০৪.২০১১(অংশ-১)-৩১৮—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১)(ঞ) ও ৬(৩) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ডা. শেখ মোহাম্মদ শফিউল আজম, সহ-সভাপতি, চট্টগ্রাম বিভাগ, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন কে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে চট্টগ্রাম ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হল। তিনি পূর্বের সদস্য ডাঃ মোহাম্মদ শরিফ এর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কে এম কামরুজ্জামান সেলিম
উপসচিব।

উপজেলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪/১৭ মে ২০১৭

নং ৪৬.০৪৫.০২৭.০৮.১০১.১০১.২০১৬-৬৫৫—খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার নবগঠিত 'গুইমারা' উপজেলার নবনির্বাচিত পরিষদ গঠনসহ নির্বাচিত চেয়ারম্যান কর্তৃক কার্যভার গ্রহণ করায় স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ১১-০৮-২০১৬ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-৪৬.০৪৫.০২৭.০৮.১০১.১০১.২০১৬-৯৮৫ নং এর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮-এর ৭২ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থ উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা প্রকৌশলী-এর যৌথ স্বাক্ষরে উত্তোলন ও ব্যয়ের ক্ষমতা প্রদান সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল/প্রত্যাহার করিল।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হ'ল এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

লুৎফুন নাহার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২১ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৫.০০.০০০০.০৪৮.০৬.০১১.১৪-৭৯—ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এর অধীনে বাস্তবায়নাধীন Dhaka Integrated Traffic Management Project (DITMP) প্রকল্পের গ্রেড-৯, গ্রেড-১০ এবং গ্রেড-১১ হতে ১৬ ভুক্ত পদে নিয়োগের লক্ষ্যে নিম্নরূপ ৩টি কমিটি গঠন করা হলো:

গ্রেড-৯ ভুক্ত পদে নিয়োগ কমিটি

সভাপতি

১. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা, পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

সদস্যবৃন্দ

২. অতিরিক্ত সচিব (বাজেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

৩. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি।

৪. অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি।

৫. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম-কমিশনের পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি।

৬. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের একজন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি।

সদস্য-সচিব

৭. প্রকল্প পরিচালক, Dhaka Integrated Traffic Management Project (DITMP)।

গ্রেড-১০ ভুক্ত পদে নিয়োগ কমিটি

সভাপতি

১. অতিরিক্ত সচিব (বাজেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

সদস্যবৃন্দ

২. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে, উপসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি।

৩. উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

৪. অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর উপসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি।

৫. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম-কমিশনের একজন প্রতিনিধি

৬. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি।

সদস্য-সচিব

৭. প্রকল্প পরিচালক, Dhaka Integrated Traffic Management Project (DITMP)।

গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-১৬ ভুক্ত পদে নিয়োগ কমিটি

সভাপতি

১. পরিচালক (প্রশাসন), ডিটিসিএ

সদস্যবৃন্দ

২. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি।

৩. উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

৪. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম-কমিশনের একজন প্রতিনিধি

৫. সিএন্ডএজি এর একজন প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

৬. প্রকল্প পরিচালক, Dhaka Integrated Traffic Management Project (DITMP)।

কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

(ক) সংশ্লিষ্ট নিয়োগ কমিটি ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষে আওতায় বাস্তবায়নাধীন Dhaka Integrated Traffic Management Project (DITMP)-এ নিয়োগের জন্য প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম ও সুপারিশ প্রদান;

(খ) শূন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে কমিটি সরকারী বিধি-বিধান, কোটা ও সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করবে।

নং ৩৫.০০.০০০০.০৪৮.১১.০০৮.১৪-৮০—ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এর অধীনে বাস্তবায়নাধীন Dhaka Metro Project Preparatory Technical Assistance প্রকল্পের গ্রেড-১১ হতে ১৬ ভুক্ত পদে নিয়োগের লক্ষ্যে নিম্নরূপ ১টি কমিটি গঠন করা হলো:

গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-১৬ ভুক্ত পদে নিয়োগ কমিটির গঠন

সভাপতি

১. পরিচালক (প্রশাসন), ডিটিসিএ।

সদস্যবৃন্দ

২. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি।

৩. উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

৪. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম-কমিশনের একজন প্রতিনিধি।

৫. সিএন্ডএজি এর একজন প্রতিনিধি।

সদস্য-সচিব

৬. প্রকল্প পরিচালক, Dhaka Metro Project Preparatory Technical Assistance (DMPPTA)।

কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

(ক) সংশ্লিষ্ট নিয়োগ কমিটি ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষে আওতায় বাস্তবায়নাধীন Dhaka Metro Project Preparatory Technical Assistance প্রকল্পের নিয়োগের জন্য প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম ও সুপারিশ প্রদান;

(খ) শূন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে কমিটি সরকারী বিধি-বিধান, কোটা ও সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দীপঙ্কর মন্ডল
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ কার্তিক ১৪২৩/৩১ অক্টোবর ২০১৬

নং ৩৫.০০.০০০০.০৪৮.১১.০০৮.১৪-১৮৫—ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এর অধীনে বাস্তবায়নাধীন Technical Assistance to Dhaka Transport Coordination Authority (DTCA) প্রকল্পের গ্রেড-৯ ভুক্ত কর্মকর্তা ও গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-১৬ ভুক্ত কর্মচারী নিয়োগের লক্ষ্যে নিম্নরূপ ২টি নিয়োগ কমিটি গঠন করা হলো:

গ্রেড-৯ ভুক্ত কর্মকর্তা নিয়োগ কমিটি

সভাপতি

১. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ

সদস্যবৃন্দ

২. অতিরিক্ত সচিব (বাজেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

৩. যুগ্মসচিব (প্রশাসন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

৪. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি।

৫. অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি।

৬. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম-কমিশনের পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি।

৭. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিইসি) বিভাগ এর একজন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি।

সদস্য-সচিব

৮. পরিচালক (প্রশাসন), ডিটিসিএ।

গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-১৬ ভুক্ত কর্মচারী নিয়োগ কমিটি

সভাপতি

১. অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডপি), ডিটিসিএ

সদস্যবৃন্দ

২. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি।

৩. উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

৪. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম-কমিশনের একজন প্রতিনিধি।

সদস্য-সচিব

৫. আরবান প্লানার, ডিটিসিএ

কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

(ক) সংশ্লিষ্ট নিয়োগ কমিটি ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের আওতায় বাস্তবায়নাধীন Technical Assistance to Dhaka Transport Coordination Authority (DTCA) প্রকল্পে যথাক্রমে গ্রেড-৯ ভুক্ত ও গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-১৬ ভুক্ত পদে নিয়োগের জন্য বাছাই কার্যক্রম ও সুপারিশ প্রদান;

(খ) শূন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে কমিটি সরকারী বিধি-বিধান, কোটা ও সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দীপঙ্কর মন্ডল
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়-(শাখা-১)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৭ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং শিম/শা:১৮/২রা:বি:-১/৯৭/১৪৬—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৩ এর ১১(২) ধারা অনুযায়ী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের Applied Physics and Electronic Engineering বিভাগের প্রফেসর ড. এম. আব্দুস সোবহানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ ৪ (চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে এর পূর্বেই এ নিয়োগাদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তিনি তাঁর বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতন ভাতাদি পাবেন;

(গ) তিনি বিধি অনুযায়ী পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন;

(ঘ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন;

(ঙ) এ নিয়োগাদেশ তাঁর যোগদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে

আবদুস সাত্তার মিয়া
সহকারী সচিব (স.বি.-১)।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ অধিশাখা

অফিস আদেশ

তারিখ: ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪/১৮ মে ২০১৭

নং ৫২.০০.০০০০.০০৫.২৭.৩৩৬.১৩-২১২—যেহেতু, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সেন্সাস উইং-এর উপ-পরিচালক জনাব মোঃ আবদুর রহিম-কে ২০-০১-২০১৪ তারিখের ৩৩ সংখ্যক আদেশে উপ-পরিচালক পদ হতে বরখাস্ত করা হয়; এবং

যেহেতু, উপরোক্ত আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে তিনি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে ১৫০/২০১৪ নং মামলা দায়ের করেন এবং বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল উভয় পক্ষের শূনানী গ্রহণ শেষে ১৪-০৯-২০১৫ তারিখে জনাব মোঃ আবদুর রহিমকে বকেয়া আর্থিক সুবিধাসহ অবিলম্বে চাকরিতে পুর্নবহালের নির্দেশ প্রদান করত: মামলার রায় প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সলিসিটর উইং হতে প্রশাসনিক আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকায় আপীল দায়ের না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় একমত পোষণ করেন;

সেহেতু, বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের রায় মোতাবেক জনাব মোঃ আবদুর রহিম-কে সরকারী চাকুরি থেকে বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত ২০-০১-২০১৪ তারিখের ৫২.০০৫.০৩৩.০০.০০.৪৯০.২০০৬-৩৩ সংখ্যক আদেশটি বাতিল করা হলো। জনাব মোঃ আবদুর রহিম-এর বরখাস্তের তারিখ থেকে তাঁর স্বাভাবিক পিআরএল-এ গমনের তারিখ অর্থাৎ ০২-০২-২০১৭ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চাকরিরত ছিলেন মর্মে তাঁর বকেয়া বেতন ভাতাদি এবং অবসরোত্তর সকল ভাতাদি প্রপ্য হবেন।

কে এম মোজাম্মেল হক
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃংখলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩১ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৪ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩১.২০১৭-২৩৩—যেহেতু, ডাঃ আবুল ফজল মোঃ ইউসুফ, সাবেক সহকারী সার্জন (আইএমও), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার গত ০৮-০৭-২০১০ খ্রি: তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, গত ০৭-০৭-২০১৫ খ্রি: তারিখে তাঁর সরকারী চাকুরিতে অনুপস্থিতিকাল (অনুমোদিত এবং অনুমোদনবিহীন ছুটিসহ) ধারাবাহিকভাবে ৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হয়েছে;

সেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)-এর ৩৪ বিধি মোতাবেক তাঁর চাকুরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসান ঘটেছে এবং এই অবসান ডাঃ আবুল ফজল মোঃ ইউসুফ, সাবেক সহকারী সার্জন (আইএমও), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ০৮-০৭-২০১৫ খ্রি: তারিখ হতে কার্যকর হবে। ০৮-১০-২০১০ খ্রি: তারিখ হতে তিনি কোন আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন না। গত ০৮-১০-২০১০ তারিখের পরবর্তী কোন বেতন ভাতাদি উত্তোলন করা হলে তা সরকারী দাবী আদায় আইন ১৯১৩ অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

জনস্বার্থে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হল।

মোঃ সিরাজুল হক খান
সচিব।

প্রশাসন-১ অধিশাখা

অফিস আদেশ

তারিখ: ০৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৮ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৫.১৩৭.০২৫.০০.০০.০০২.২০১৩-৭৮৪—মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নামে দু'টি বিভাগ গত ১৬-০৩-২০১৭ খ্রি: তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত এবং বাস্তবায়িত হয়েছে। সে অনুযায়ী দু'টি বিভাগের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অনুকূলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা/দাতা সংস্থা কর্তৃক বরাদ্দকৃত সকল বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/উচ্চশিক্ষার জন্য প্রার্থী মনোনয়ন প্রদানের নিমিত্ত নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলে:

সভাপতি

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

২. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৩. অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৪. অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৫. সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যথাঃ (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট/ইডিসিএল/নিমিউ এন্ড টিসি/টেমো/ বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান।

সদস্য-সচিব

৬. উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হল।

মোঃ সুলতান মাহমুদ
সহকারী সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পর্যটন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ এপ্রিল, ২০১৭

নং ৩০.০১৫.০১৮.০০.০০.০৪১.২০০৩-১৭২—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মোহাম্মদ আবু তাহের (১২৩৯), অতিরিক্ত সচিব এর স্থলে জনাব এ. আর. এম. নজমুস্ ছাকিব (২২৬৭), অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-কে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল) এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক পদে নিয়োগ প্রদান করিলেন।

২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সামিহা ফেরদৌসী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ এপ্রিল ২০১৭/২৮ চৈত্র, ১৪২৩

নং ৩৯.০০.০০০০.০১৫.০৬.০০২.১৬-৫২—জাতীয় জীব প্রযুক্তি নীতি, ২০১২ এর কর্মপরিকল্পনার অনুচ্ছেদ ৯.৩ এর ক্রমিক নং ৭ অনুযায়ী মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ে জাতীয় কারিগরি কমিটি (NTCHRDB)নিম্নোক্তভাবে গঠন করা হলো:—

সভাপতি

(১) অতিরিক্ত সচিব (বিপ্র), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সহ-সভাপতি

(২)মহাপরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি

সদস্যবৃন্দ

(৩) ড. শরীফ আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক, জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(৪) ড. মোহাম্মদ শাহেদুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

(৫) উপসচিব, বায়োটেকনোলজি সেল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

(৬) পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার

(৭) পরিচালক (জনশক্তি ও প্রশিক্ষণ ইউনিট), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, খামারবাড়ী, ঢাকা

(৮) পরিচালক, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, ঢাকা

(৯) পরিচালক, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ড. কুদরত-ই খোদা সড়ক, ধানমন্ডি, ঢাকা।

(১০) পরিচালক, আইএফআরবি, পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা

(১১) পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

সদস্য-সচিব

(১২) জ্যেষ্ঠতম প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি গণকবাড়ী, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

২। **কমিটির কার্যপরিধি:**

ক) জাতীয় জীবপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে বিদেশে প্রায়োগিক গবেষণা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহ সনাক্তকরণ;

খ) প্রশিক্ষণ মডিউল অনুমোদন ও আধুনিকায়নে পরামর্শ প্রদান;

গ) জীবপ্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত মানব সম্পদের কর্মসংস্থান তৈরীতে সরকারকে পরামর্শ প্রদান

ঘ) প্রশিক্ষণ অবকাঠামো তৈরীতে পরামর্শ প্রদান;

ঙ) দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য সম্পদের প্রবাহমানতা অনুসন্ধান (দক্ষতা, তহবিল ও সুবিধা);

চ) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে কমিটি ন্যূনতম প্রতি বছর ২ বার সভায় মিলিত হবে;

ছ) প্রয়োজনে কমিটি সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সুরমান আলী
সহকারী সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ০৬ এপ্রিল ২০১৭/২৩ চৈত্র ১৪২৩

নং ৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০২৮.১৫-৭০—যেহেতু, জনাব মহাদেব ব্যানার্জ্জী, সুপারিনটেনডেন্ট, মাদারীপুর পিটিআই, মাদারীপুর-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানির পর বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য জনাব গোপাল চন্দ্র দাস, উপ-সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়:

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি;

যেহেতু, মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি এবং তাকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মহাদেব ব্যানার্জ্জী, সুপারিনটেনডেন্ট, মাদারীপুর পিটিআই, মাদারীপুর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২) (এ) মোতাবেক বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হ'ল।

নং ৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০২৮.১৫-৭১—যেহেতু, জনাব মোঃ রাইহুল করিম, সুপারিনটেনডেন্ট, কুমিল্লা পিটিআই, কুমিল্লা (বর্তমানে সুপারিনটেনডেন্ট প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সংযুক্ত)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩ (ডি) অনুযায়ী অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি;

যেহেতু, মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি এবং তাকে অব্যাহতি প্রদানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ রাইহুল করিম, সুপারিনটেনডেন্ট, কুমিল্লা পিটিআই, কুমিল্লা (বর্তমানে সুপারিনটেনডেন্ট প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সংযুক্ত)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২) (এ) মোতাবেক বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হ'ল।

নং ৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০২৪.১৬-৭২—যেহেতু,জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর, গাজীপুর-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (বি) ও ৩ (ডি) অনুযায়ী অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের স্বপক্ষে যথাযথ প্রমাণাদি না থাকায় তাকে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর, গাজীপুর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(এ) বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
প্রশাসন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ চৈত্র ১৪২৩/০৬ এপ্রিল ২০১৭

নং ৫০.০০.০০০০.২০১.১৪.০৭৩.০৯-১৮৩—পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের পুনর্বাসন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের অনুকূলে প্লট বরাদ্দের নিমিত্ত ৩১ জুলাই ২০১২ তারিখের ৫০.০২৫.০২১.০০.০০.০০১.২০০৯-৩২৩ নং স্মারকে জারীকৃত নীতিমালাটিতে কতিপয় সংশোধন (তৃতীয় সংশোধনী) আনয়ন করা হয়েছে যা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এই সংশোধিত নীতিমালা (তৃতীয় সংশোধনী) "পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের পুনর্বাসন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের অনুকূলে প্লট বরাদ্দ নীতিমালা (সংশোধিত ২০১৭)" অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২। নীতিমালাটি কেবলমাত্র পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের পুনর্বাসন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের অনুকূলে প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহমুদ ইবনে কাসেম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের পুনর্বাসন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের অনুকূলে প্লট বরাদ্দ নীতিমালা (সংশোধিত ২০১৭)

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইন ও বিধি এবং কো-ফাইনান্সিয়ারদের Safeguard Policyএর আলোকে Resettlement Action Plan I, II, III, IV, V সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের ফলে ঘর-বাড়ী হারানো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের বিষয়টি Resettlement Action Plan এ উল্লেখ করা হয়েছে। পদ্মা বহুমুখী প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির মধ্যে মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার যশোলদিয়া মৌজায় ও উত্তর কুমারভোগ মৌজায় যথাক্রমে আরএস-২ ও আরএস-৩ এবং কুমারভোগ-শিমুলিয়া মৌজায় আরএস-৮, শরিয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার পশ্চিম নাওডোবা মৌজায় আরএস-৪ ও পূর্ব নাওডোবা মৌজায় আরএস-৬ এবং মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার বাখরেরকান্দি মৌজায় আরএস-৫ এ একটি করে মোট ০৬ টি পুনর্বাসন সাইট (আর এস) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও Resettlement Action Plan সমূহের আলোকে লৌহজং উপজেলার দক্ষিণ মেদিনীমন্ডল মৌজায় কবলার কমিউনিটি (ঋষি পল্লি) এর ঘরবাড়ী হারানো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্লট বরাদ্দ প্রদানের জন্য আরও একটি পুনর্বাসন সাইট (আরএস-৭) সহ মোট ০৭ টি পুনর্বাসন এলাকা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্ণিত পুনর্বাসন এলাকাসমূহের প্লট বরাদেদ্দর/ভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

১। সংজ্ঞাঃ

ক.	ভূমিহীন পরিবার:	এই নীতিমালার অধীনে ভূমিহীন পরিবার বলতে পরিবার প্রধানসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের নিজ নামে কোন জমি নেই এমন পরিবারকে বুঝাবে।
খ.	উথুলী (নদীভাসী):	উথুলী হচ্ছে, যে সকল পরিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমনঃ বন্যা, নদী ভাঙ্গন প্রভৃতির কারণে বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং যারা অন্যের (আত্মীয় বা অনাত্মীয়) জমিতে অনুমতিক্রমে বিনা ভাড়ায় বা জমি ভাড়া নিয়ে বসবাস করছেন।
গ.	স্কোয়াটার:	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যারা খাস, অর্পিত বা সরকারি জমিতে বিনা অনুমতিতে বসবাস করছেন/করতেন এমন পরিবার বা ব্যক্তিসমূহকে বুঝাবে।
ঘ.	পরিবার:	পরিবার বলতে, স্বামী-স্ত্রী, অবিবাহিত ছেলে-মেয়ে এবং পিতা-মাতা, ভাইবোন নিয়ে একই খানায় অন্তর্ভুক্ত থাকলে তাদেরকে বুঝাবে। বিবাহিত ছেলে ও তার পরিবার এবং ভাই এর পরিবার বা স্বামী পরিত্যক্তা/তালাকপ্রাপ্ত/বিধবা বোন ও তার পরিবার যদি একই খানায় অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে তারাও একই পরিবার বলে গণ্য হবে। বিআইডিসি/সিইজিআইএস/জিআরসি জরিপে একই খানায় অন্তর্ভুক্ত থাকলে তারা পরিবারের সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন।
ঙ.	প্রকল্প কর্তৃপক্ষ:	পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে বুঝাবে।
চ.	আইএনজিও (Implementing NGO):	পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিয়োজিত এনজিওকে বুঝায়।
ছ.	Coordinating (NGO):	পদ্মা সেতু প্রকল্পে মেয়াদকালীন সময়ের জন্য "আয় পুনরুদ্ধার ও জীবিকায়ন এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন কাজে নিয়োজিত" এনজিও কে বুঝাবে।

পুনর্বাসন সাইটে প্লট পাওয়ার যোগ্যতা ঃ

২.১ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বসতভিটার উপর যার কোন মালিকানা নেই, কিন্তু প্রকল্পের কারণে বসতগৃহ হারিয়েছে এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে বতসঘরের ক্ষতিপূরণ পেয়েছে, তারা যদি ভূমিহীন হয় তাহলে পুনর্বাসন সাইটে ২.৫ শতাংশের ০১(এক) টি প্লট বিনামূলে বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য হবেন। উথুলী (নদীভাসী) এবং স্কোয়াটার যদি কেউ ভূমিহীন হন তারা প্লট বরাদ্দ নীতিমালার অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে বিনামূল্যে ২.৫ শতাংশের প্লট বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য হবেন। তবে উক্ত ভূমিহীন, উথুলী (নদীভাসী) এবং স্কোয়াটার পরিবারকে প্রকল্প এলাকায় ৩১-১২-২০০১ বা তার পূর্বে হতে বসবাস করে আসছে মর্মে প্রমাণিত (২০০১ সালের ভোটার তালিকা/বসতভিটার মালিক কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র যা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মাঠ পর্যায়ের প্লট বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক যাচাইকৃত) হতে হবে।

২.২ (ক) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার (স্কোয়াটার) যারা খাস জমি, অর্পিত সম্পত্তি এবং সরকারি জমিতে বসবাস করছে কিন্তু জেলা প্রশাসকের নিকট হতে বসত ঘরের কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি, তবে প্রকল্প থেকে বসত ঘরের ক্ষতিপূরণ পেয়েছে এমন ব্যক্তিগণ যদি ভূমিহীন হয় তারাও পুনর্বাসন সাইটে ২.৫ শতাংশের একটি প্লট বিনামূল্যে বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য হবে।

২.২ (খ) ঘর-বাড়ী হারানো ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার (উথুলী/স্কোয়াটার) যারা ভূমিহীন নয় কিন্তু অবশিষ্ট জমির পরিমান, আকৃতি ও অবস্থান গৃহ নির্মাণের যোগ্য নয় এমন পরিবার/পরিবারসমূহ মূল্য প্রদান সাপেক্ষে ২.৫ শতাংশ আকারের একটি প্লট পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে অবস্থান বলতে কর্মক্ষেত্র এবং পিতামাতা, ভাই, নিকট আত্মীয় স্বজন ইত্যাদি বিবেচনা করা যাবে।

২.৩ (ক) যে সকল পরিবার ২০ (বিশ) শতাংশের নীচে এবং ১ (এক) শতাংশের ঊর্ধ্বে বসত ঘরসহ ভিটা/বাড়ী শ্রেণীর জমি অথবা অন্য কোন শ্রেণীর জমি হারিয়েছে যার উপর বসত ঘর ছিল এবং তারা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে বসত ঘরসহ জমির ক্ষকিপূরণ প্রাপ্ত হয়েছেন তারা পুনর্বাসন সাইটে বসতভিটা শ্রেণীর জন্য সর্বোচ্চ হারে লীজ মূল্য প্রদানপূর্বক পুনর্বাসন সাইটে ৫.০০ শতাংশের একটি প্লট বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য হবে। সংশ্লিষ্ট পুনর্বাসন এলাকাসমূহে জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত ১.০০ শতাংশ বসতবাড়ী/ভিটা শ্রেণীর জমির মূল্যকেই সংশ্লিষ্ট পুনর্বাসন এলাকার ১.০০ শতাংশ প্লটের মূল্য হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। যে পুনর্বাসন এলাকায় বসতবাড়ী/ভিটা শ্রেণীর জমি ছিল না সে পুনর্বাসন এলাকার ক্ষেত্রে আশে-পাশের ৪টি মৌজার নাল শ্রেণীর ১.০০ শতাংশ জমির গড় মূল্যকে সংশ্লিষ্ট পুনর্বাসন এলাকার প্লটের ১.০০ শতাংশের মূল্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সে মোতাবেক লৌহজং উপজেলার যশোলদিয়া (RS-2) পুনর্বাসন সাইটে শতাংশ প্রতি ৩১,১৪০ (একত্রিশ হাজার একশত চল্লিশ) টাকা, উত্তর কুমারভোগ (RS-3) পুনর্বাসন সাইটে শতাংশ প্রতি ৩৪,২১৭ (চৌত্রিশ হাজার দুইশত সতের) টাকা, জাজিরা উপজেলার পশ্চিম নাওডোবা (RS-4) পুনর্বাসন সাইটে শতাংশ প্রতি ৪,৩৭৮ (চার হাজার তিনশত আটাত্তর) টাকা এবং শিবচর উপজেলার বাখরেরকান্দি (RS-5) পুনর্বাসন সাইটে শতাংশ প্রতি ২২,১৫০ (বাইশ হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা প্লট মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

২.৩ (খ) এছাড়া জাজিরা উপজেলার নাওডোবা ও পূর্ব নাওডোবা মৌজায় অবস্থিত (RS-6)এর শতাংশ প্রতি মূল্য ৫৯,৯৩৭ (উনষাট হাজার নয়শত সাঁইত্রিশ) টাকা নির্ধারণ কর হয়েছে।

২.৩ (গ) দক্ষিণ মেদিনীমন্ডল মৌজার কবলার কমিউনিটি (RS-7) পুনর্বাসন সাইটে একটি ৩.০০ শতাংশের প্লট প্রাপ্ত হবে। যার শতাংশ প্রতি মূল্য ২,৬৩,৭০৯ (দুই লক্ষ তেষট্টি হাজার সাতশত নয়) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩.০০ শতাংশ প্লট বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ লীজ মূল্য হিসাবে সমুদয় টাকা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবে।

২.৩ (ঘ) কুমারভোগ ও শিমুলিয়া (RS-8) পুনর্বাসন এলাকা-৮ এর প্রতি শতাংশ প্লটের মূল্য ৫৭,৭২১ (সাতান্ন হাজার সাতশত একুশ) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত পুনর্বাসন এলাকায় বসতভিটা জমি না থাকায় পার্শ্ববর্তী ৪টি মৌজার ১.০০ শতাংশ নাল জমির গড় মূল্যকে এই পুনর্বাসন এলাকার ১.০০ শতাংশ প্লটের মূল্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

২.৩ (ঙ) যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ১.০০ শতাংশ পর্যন্ত বসতঘরসহ ভিটা/বাড়ী শ্রেণীর জমি অথবা অন্য কোন শ্রেণীর জমি (যার উপর বসত ঘর ছিল) হারিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে উক্ত জমি ও বসতঘরের ক্ষতিপূরণ পেয়েছে তারা প্লট বরাদ্দনীতিমালার অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে ২.৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখকৃত মূল্য প্রদানপূর্বক ২.৫ শতাংশের একটি প্লট বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

২.৩ (চ) ভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে যদি পরিবারের একজনের নামে সিসিএলপ্রাপ্ত হয় এবং অন্য একজন স্বেচ্ছায় পুনর্বাসিত হওয়া জমির মালিক হয়, তবে উভয়ের যৌথ নামে অথবা অঙ্গীকার প্রদান সাপেক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সকল সদস্যদের সমন্বিত/একক নামে ১টি ভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা যাবে।

২.৩ (ছ) যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারের ২.৫ শতাংশের নীচে বসত বাড়ী /জমি অবশিষ্ট থাকবে তারা তাদের ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ অনুসারে লীজ মূল্য প্রদান সাপেক্ষে ২.৫ (দুই দশমিক পাঁচ), ৫.০ (পাঁশ দশমিক শূন্য) এবং ৭.৫ (সাত দশমিক পাঁচ) শতাংশের প্লট পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

২.৪ যে সকল পরিবার বসতঘরসহ ২০ শতাংশ অথবা ততোধিক পরিমাণ জমির বসতবাড়ী/ভিটা হারিয়েছেন তারা ২.৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখকৃত মূল্য প্রদান সাপেক্ষে পুনর্বাসন সাইটে প্লট পাওয়া সাপেক্ষে পুনর্বাসন সাইটে প্লট থাকা সাপেক্ষে ৭.৫ শতাংশের একটি প্লট বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য হবেন। সেক্ষেত্রে কোন পরিবার ২০ শতাংশ বা ততোধিক পরিমাণ জমির বসতভিটা/বাড়ী শ্রেণীর জমির পরিবর্তে অন্য কোন শ্রেণীর জমি (যার উপর বসতঘর ছিল) হিসাবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হলেও ঐ পরিবারের নামে ২.৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখকৃত মূল্য প্রদান সাপেক্ষে পুনর্বাসন সাইটে ৫.০০ শতাংশের একটি প্লট বরাদ্দ পেতে পারে। তবে যদি ঐ পরিবারে দুই বা ততোধিক বিবাহিত ছেলের/ভাইয়ের/বোনের পরিবার থাকে তাহলে তারা ২.৩ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত মূল্য প্রদান সাপেক্ষে পুনর্বাসন সাইটে ৭.৫ শতাংশের ১টি প্লট বরাদ্দ পেতে পারে।

২.৫ বিআইডিএস/সিইজিআইএস/জিআরসি জরিপ অনুযায়ী একই পরিবারের দুই বা ততোধিক বিবাহিত ছেলে/ভাই স্বামী পরিত্যক্তা/তালাকপ্রাপ্ত/বিধবা বোন পরিবারসহ বসবাস করছেন এবং বসতঘরসহ ২০ শতাংশের নিচে এবং ১.০০ শতাংশের ঊর্ধ্বে বসতভিটা/কৃষি জমি (যার উপর বসতঘর ছিল) হারিয়েছেন তারা ২.৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখকৃত মূল্য প্রদান সাপেক্ষে পুনর্বাসন সাইটে প্লট থাকা সাপেক্ষে ৭.৫ শতাংশের একটি প্লট বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য হবেন। এক্ষেত্রে যে সকল পরিবার বসতঘরসহ ১.০০ শতাংশ পর্যন্ত ভিটা/বাড়ী শ্রেণীর জমি/কৃষি শ্রেণীর জমি হারিয়েছেন তারা ২.৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখকৃত মূল্য প্রদান সাপেক্ষে পুনর্বাসন সাইটে ৫.০০ শতাংশ পরিমাণের একটি প্লট বরাদ্দ পাওয়া যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবেন।

২.৬ ১(ক) অনুচ্ছেদে উল্লেখকৃত পরিবারের সংজ্ঞা অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে যে সকল পরিবারের একাধিক সদস্য বসতঘর হারানো ক্ষতিপূরণ (সিসিএল) পেয়েছেন উক্ত পরিবারের আবেদনকারী, খানা প্রধান অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খানা সদস্যদের যৌথ নামে প্রযোজ্য শ্রেণীর একটি প্লট পাওয়া যোগ্য হবেন।

২.৭ পরিবার বিবেচনায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)/সিইজিআইএস/জিআরসি কর্তক জরিপকৃত পরিবারকে পরিবার হিসাবে বিবেচনা করা হবে। বিআইডিএস/সিইজিআইএস/জিআরসি-এর জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানা প্রধানের মৃত্যু হলে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের সম্মতিক্রমে পরিবারভুক্ত ওয়ারিশদের যৌথ/একক নামে প্লট বরাদ্দ এবং রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে অবকাঠামোর সিসিএল পেয়েছেন কিন্তু বিআইডিএস/ সিইজিআইএস-এর জরিপে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বাদ পড়লে উক্ত পরিবার জিআরসি বরাবর আবেদন করতে পারবেন। তবে জিআরসি এর কার্যবিবরণীসহ ক্ষতিগ্রস্তগণ প্লটের জন্য আবেদন করলে উক্ত পরিবারের খানা প্রধান হওয়ার পক্ষে সমর্থিত কাগজ-পত্রাদি থাকতে হবে।

২.৮ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের স্বামী/স্ত্রী বা অন্যান্য সদস্যগণ যদি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে পৃথকভাবে বসতভিটা ও অবকাঠামোর সিসিএল প্রাপ্ত হন তাহলে তাদের প্রাপ্যতা অনুসারে স্বামী/স্ত্রীর যৌথ নামে, আথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিসিএল প্রাপ্ত পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের যৌথ নামে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।

২.৯ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের অধিগ্রহণকৃত বসতভিটার জমি যদি খাস বা অর্পিত সম্পতির তালিকাভুক্ত হয় এবং ঐ জমির উপরিস্থিত বসতঘরের ক্ষতিপূরণ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় অথবা প্রকল্প হতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রাপ্ত হয় তাহলে প্লট বরাদ্দ নীতিমালার অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে ২.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শতাংশ হারে মূল্য পরিশোধপূর্বক ঐ পরিবারের অনুকূলে ২.৫ শতাংশের একটি প্লট বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।

২.১০ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার (খাস, অর্পিত, অধিগ্রহণকৃত ও অন্য ব্যক্তি) এর জমিতে নির্মিত বসতঘর হারিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ থেকে বসত ঘরের ক্ষতিপূরণ পেলে এবং উক্ত পরিবার যদি ভূমিহীন না হয় তাহলে প্লট বরাদ্দ নীতিমালার অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে ২.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হারে শতাংশ প্রতি মূল্য প্রদান সাপেক্ষে ২.৫ শতাংশের একটি প্লট বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

২.১১ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে বসতভিটা/বসতঘরের সিসিএল প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি বিআইডিএস জরিপে খানা প্রধান না হয় কিন্তু পরিবারের সদস্য হয়ে থাকে তবে প্লট বরাদ্দ নীতিমালার অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে তার অনুকূলে অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঐ পরিবারের সদস্যদের অনুকূলে যৌথ নামে ২.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হারে শতাংশ প্রতি মূল্য পরিশোধপূর্বক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিনা মূল্যে ঐ পরিবারের অনুকূলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যৌথ নামে প্রাপ্যতা অনুযায়ী প্লট প্রদান করা যাবে।

২.১২ যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প হতে বসতভিটা ও বসতঘরের ক্ষতিপূরণ/ অনুদান গ্রহণে আমমুক্তারনামা দিয়েছেন এবং বিআইডিএস/ সিইজিআইএস জরিপে খানা প্রধান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত আছেন তারা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে প্রদত্ত শেয়ারশীপ অনুসারে প্রাপ্য যোগ্য ব্যক্তি (ইপি) হিসাবে আই ডি কার্ড প্রাপ্তির পর প্লট বরাদ্দ নীতিমালার অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে ২.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শতাংশ প্রতি মূল্য প্রদানপূর্বক প্রাপ্যতা মোতাবেক প্লট বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

২.১৩ পিতার বসতভিটায় বসবাসরত পুত্রের পরিবার যদি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে আলাদাভাবে বসতঘরের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হয় এবং পিতার যদি বসতভিটার যোগ্য অবশিষ্ট জমি না থাকে তাহলে প্লট বরাদ্দ নীতিমালার অন্যান্য শর্তাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে তাকে ২.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হারে শতাংশ প্রতি মূল্য প্রদানপূর্বক ২.৫ শতাংশের একটি প্লট বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।

৩. পুনর্বাসন সাইটে প্লট পাওয়ার অযোগ্যতা ঃ

৩.১ বসতঘর ব্যতীত শুধু জমি, গাছপালা এবং অন্যান্য (রান্না ঘর, গরুর ঘর, মুরগীর ঘর, পুকুরঘাট ইত্যাদি) অবকাঠামো হারানো ব্যক্তিগণ প্লট পাওয়ার যোগ্য হবেন না।

৩.২ উথুলী (নদীভাসী) ব্যক্তিদের আশ্রয়ের জন্য প্রদত্ত জমির মালিক (যদি তিনি প্রকল্পের আওতায় বসতঘর না হারিয়ে থাকেন)।

৩.৩ বসতঘর অধিগ্রহণের পর যে পরিবারের বসবাসের জন্য বিকল্প বসতঘর, বসতভিটা/ভিটা উন্নয়নযোগ্য কৃষি জমি (২.৫ শতাংশ বা তার চেয়ে বেশী), ফ্ল্যাট ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে।

৩.৪ উথুলী (নদীভাসী), স্কোয়াটার যারা ভূমিহীন নয়। তারা বিনামূল্যে প্লট পাওয়ার যোগ্য হবে না।

৩.৫ যে সকল আবেদনকারী প্লটের জন্য আবেদনপত্রে পুনর্বাসন সাইটে যাবেন না মর্মে উল্লেখ করেছেন।

৪. প্লটের জন্য আবেদনপত্র দাখিল বাছাই প্রক্রিয়া ও অনুমোদন ঃ

৪.১ **অনুচ্ছেদ-২** এর আলোকে যোগ্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে নির্ধারিত ফরমে সঠিক তথ্যসহ সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন) এর নিকট নির্দিষ্ট সাইজের প্লটের জন্য আবেদন করতে হবে।

৪.২ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্লটের জন্য আবেদন দাখিলের একটি Cut-Off Date নির্ধারণ করবেন। মাদারীপুর জেলা এল এ কেস নং-০৭/২০১০-১১ ব্যতীত অবশিষ্ট সকল এল এ কেস এর জন্য Cut-Off Date ৩০-০৪-২০১৪ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে উক্ত Cut-Off Date এর পরে যে সকল এল এ কেসসমূহে ডিসি অফিস থেকে বসতবাড়ীর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে ঐ সকল এল এ কেস-এর বসতবাড়ী হারানো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য ***এই নীতিমালা অনুমোদনের পর ১ (এক)*** মাসের মধ্যে প্লটের জন্য আবেদন করার নিমিত্ত নতুন *Cut-Off Date* নির্ধারণ করা হলো। অতঃপর এই নীতিমালা বলবৎ হওয়ার পর যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/প্রকল্প কর্তৃপক্ষ হতে বসতবাড়ীর সিসিএল/ অনুদান পাবে তারাও সিসিএল/অনুদান প্রাপ্তির পরবর্তী ২ (দুই) মাসের মধ্যে প্লটের জন্য আবেদন করতে পারবে। যারা প্লটের জন্য পূর্বে আবেদন করতে পারেনি, তারা যুক্তিসঙ্গত/গ্রহণযোগ্য কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন করতে পারবে। পুনর্বাসন ইউনিট কর্তৃক যুক্তিসঙ্গত/গ্রহণযোগ্য কারণ বাছাইপূর্বক প্লটের আবেদন গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪.৩ ভূমিহীন হিসাবে আবেদনকারী ৩০০ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নির্ধারিত ছকে তার ও তার পরিবারের সদস্যদের ভূমিহীনতার পক্ষে অঙ্গীকারনামা প্রদান করবেন। অন্য সকল প্লটপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাদের অন্য কোথাও বসবাসযোগ্য ফ্ল্যাট, বসতভিটা/ বাড়ী বসতভিটা উন্নয়নযোগ্য যে কোন ধরণের জমি/ফ্ল্যাট/বিকল্প বসবাসের ব্যবস্থা/ভিটা উন্নয়নযোগ্য জমি নেই মর্মে উল্লেখিত টাকার অঙ্গীকারনামা প্রদান করবে। তবে উক্ত অঙ্গীকারনামায় যদি কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান বা তথ্য গোপন করা হয়, তার প্লট বরাদ্দ বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪.৪ নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন) প্লট বরাদ্দের জন্য মাঠ পর্যায়ের গঠিত কমিটি ও নিয়োগকৃত সিএনজিও-এর সহায়তায় আবেদনপত্রে উল্লেখিত তথ্যসমূহে সরেজমিনে যাচাই-বাছাই করে নির্ধারিত ডাটাবেজে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিবেন।

৪.৫ আবেদনকারী ভূমিহীন কিনা তা প্রমাণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন) সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট পত্র লিখে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করবেন। এ প্রক্রিয়ায় CNGO(ইএসডিও) সহায়তা করবে।

৪.৬ ভূমিহীন আবেদনকারীদের ভূমিহীনতার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন ও ইএসডিও সহায়তায় সরেজমিনে যাচাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে মাঠ পর্যায়ে প্লট বরাদ্দ কমিটি ভূমিহীন আবেদনকারীর পক্ষে প্লট বরাদ্দের জন্য সুপারিশ করবেন।

৪.৭ আবেদনকারীগণের আবেদনে প্রদত্ত তথ্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক যৌথ তদন্ত রিপোর্ট, এওয়ার্ড লিস্ট, বিআইডিএস ও সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)-এর জরিপ ও সরেজমিন তদন্ত ইত্যাদির ভিত্তিতে যাচাই বাছাই করে মাঠ পর্যায়ের প্লট বরাদ্দ কমিটি পুনর্বাসন সাইট ভিত্তিক প্লট বরাদ্দের জন্য প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করে তা প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করবেন।

৪.৮ প্রকল্প পর্যায়ের প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত কমিটি উক্ত প্রাথমিক তালিকা যাচাই-বাছাই করে বিদ্যমান প্লট সংখ্যার ভিত্তিতে প্লট বরাদ্দের জন্য সুপারিশ করবেন। প্রকল্প পর্যায়ের প্লট বরাদ্দ কমিটি গৃহিত সুপারিশমালা প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন। প্রকল্প পরিচালক উক্ত সুপারিশমালা অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালকের নিকট উপস্থাপন করবেন।

৪.৯ যদি আবেদনকৃত দরখাস্তের সংখ্যা বিভিন্ন শ্রেণির প্লটের চেয়ে বেশী হয় তবে বাছাইকৃত প্রাধিকারের ভিত্তিতে যোগ্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তাদের উপস্থিতিতে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ পুনর্বাসন সাইট ও প্লট সাইজ ভিত্তিক লটারীর মাধ্যমে প্লট বরাদ্দ প্রদান করবেন।

৪.১০ ভূমিহীন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক ভূমিহীনতার প্রত্যয়নপত্র দেওয়ার তারিখই ভূমিহীনতার Cut-Off Date হিসাবে বিবেচিত হবে।

৫. প্লট বরাদ্দ ও অর্থ জমাদান প্রক্রিয়া ঃ

৫.১ অনুমোদিত প্লট বরাদ্দ তালিকা অনুযায়ী নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন) সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর অনুকূলে সাময়িকভাবে প্লট বরাদ্দের জন্য পত্র ইস্যু করবে। পারিবারিক সম্পর্ক, আত্মীয়তা ও সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্লট বরাদ্দ গ্রহীতাগণ কাছাকাছি প্লট চাইলে তা যথাসম্ভব বিবেচনা করা হবে।

৫.২ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সাময়িকভাবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ২.৫ শতাংশ, ৩.০০ শতাংশ, ৫.০০ শতাংশ ও ৭.৫ শতাংশের প্লট বরাদ্দ প্রাপ্তির পূর্বে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে ২.৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখকৃত হারে প্লটের লিজ মূল্য পরিশোধ করবেন। প্রকল্প এলাকার জেলার বাইরে হতে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর হিসেবে জমা হবার পর হিসাব শাখা হতে প্রত্যয়নের ভিত্তিতে নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন) পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। প্রকল্প এলাকাধীন জেলার স্থানীয় ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জমা দেয়া হলে নির্বাহী প্রকৌশলী পুনর্বাসন উক্ত ব্যাংক হতে সংগৃহীত প্রত্যয়নের ভিত্তিতে প্লট বরাদ্দের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুনর্বাসন) বরাবর এতদসংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

৫.৩ পুনর্বাসন সাইটের কাছাকাছি বসবাসকারী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিকটস্থ পুনর্বাসন সাইটে প্লট বরাদ্দের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে মেদিনীমন্ডল ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের যশোলদিয়া পুনর্বাসন এলাকায় প্লট দেয়া হবে। যদি একটি সাইটে প্লট সংকুলান না হয় তবে নিকটতম অন্য কোন পুনর্বাসন সাইটে প্লট স্বল্পতার কারণে যদি সাইট সমন্বয়ের প্রয়োজন হয় তাহলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। ভূমিহীনদের ২.৫ শতাংশ প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তক্রমে নির্ধারিত পুনর্বাসন সাইটে প্লট বরাদ্দ দেয়া হবে। উক্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৫.৪ সাময়িকভাবে প্লট বরাদ্দ প্রাপ্তির পর ৪৫ দিনের মধ্যে নির্বাহী প্রকৌশলী পুনর্বাসন কর্তৃক ২.৫ শতাংশের প্লট প্রাপ্তদের দখল বুঝিয়ে দেয়া হবে।

৫.৫ ২.৫ (দুই দশমিক পাঁচ), ৩.০ (তিন দশমিক শূন্য), ৫.০ (পাঁচ দশমিক শূন্য) এবং ৭.৫ (সাত দশমিক পাঁচ) শতাংশের প্লটের জন্য লীজ মূল্য জমাদানের পর বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ৪৫ দিনের মধ্যে নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন) কর্তৃক প্লটের দখল বুঝিয়ে দেয়া হবে।

৬. ইজারা দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রেশন ঃ

৬.১ সাময়িক প্লট বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে অবশ্যই (পুনর্বাসন) এলাকায় এক বছরের মধ্যে ঘর বাড়ী নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে এবং প্লট বরাদ্দের তারিখ হতে ৩ (তিন) বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে বসবাসের পর প্লটের ইজারা দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রেশন করা হবে।

৬.২ নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন) সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে ইজারা দলিল সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৬.৩ ২.৫ (দুই দশমিক পাঁচ) শতাংশ প্লট প্রাপ্ত ভূমিহীন ব্যক্তিদের অনুকূলে (স্বামী-স্ত্রী) যৌথ নামে অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের যৌথ নামে ৯৯ বছরের জন্য ইজারা দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি প্রদান করা হবে।

৬.৪ ভূমিহীন হিসাবে ২.৫ (দুই দশমিক পাঁচ) শতাংশ প্লটপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে সরকার কর্তৃক ভূমিহীনদেরকে খাস জমি বন্দোবস্ত নীতিমালা এর আলোকে রেজিস্ট্রেশন ফিসহ যাবতীয় খরচ প্রদান করতে হবে।

৬.৫ ইজারা দলিল রেজিস্ট্রিকরণসহ অন্যান্য দলিলে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের পক্ষে নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন) স্বাক্ষর করবেন।

৬.৬ ২.৫ (দুই দশমিক পাঁচ), ৩.০ (তিন দশমিক শূন্য), ৫.০ (পাঁচ দশমিক শূন্য) এবং ৭.৫ (সাত দশমিক পাঁচ) শতাংশের প্লট ২.৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখকৃত শতাংশ প্রতি লিজ মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিবার প্রধান/পরিবারের সদস্য/সদস্যদের যৌথ নামে ৯৯ বছরের জন্য ইজারা দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি প্রদান করা হবে।

৬.৭ সাময়িক প্লট বরাদ্দপ্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে অধিগ্রহণকৃত জায়গায় সকল অবকাঠামো, গাছপালা, ফসলাদি অপসারণ করতে হবে এবং সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করতে হবে। অন্যথায় তার বরাদ্দপত্র বাতিল হয়ে যাবে।

৬.৮ বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটে পৌরসভা/সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সংস্থার ভবন/বাড়ী নির্মাণের নীতিমালা অনুসরণ করে বাড়ী নির্মাণ করতে হবে। দোতলা পাকা ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকার স্বীকৃত উপযুক্ত প্রকৌশলী দ্বারা ডিজাইন/নকশা সম্পন্ন করতে হবে। উক্ত প্লটে ভবন/বাড়ী নির্মাণের পূর্বে নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন)-এর নিকট থেকে অনুমোদন নিতে হবে। তবে প্লট বরাদ্দপ্রাপ্তির ১০ বছর পর্যন্ত সর্বোচ্চ দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণ করা যাবে। তার পরবর্তীতে দ্বিতীয় তলার উর্ধ্বে ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে। এছাড়া বরাদ্দকৃত প্লটে নির্মিত বাড়ী/ভবনকে ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

৬.৯ পুনর্বাস এলাকায় প্লটের জন্য ইজারা দলিলপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ প্লট বরাদ্দপ্রাপ্তির তারিখ হতে ১০ বছরের মধ্যে কোন অবস্থাতেই প্লট বিক্রয়/লীজ বা মালিকানা হস্তান্তর করতে পারবে না। উক্ত সময়ের মধ্যে প্লট বিক্রয়/লীজ বা মালিকানা হস্তান্তর করলে তার ইজারা দলিল বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে ১০ বছর পর প্লট বিক্রয়/লীজ বা মালিকানা হস্তান্তর করতে হলে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ হতে পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

৬.১০ পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের পুনর্বাসন এলাকায় প্লটপ্রাপ্ত ব্যক্তির আবেদনপত্র, অঙ্গীকারনামা বা দাখিলকৃত অন্য কোন ডকুমেন্টস-এ কোন তথ্য মিথ্যা প্রমাণিত হলে বা ডকুমেন্টস নকল/মিথ্যা প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে প্লট বরাদ্দ রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হবে।

৬.১১ ভূমিহীন ব্যতীত ২.৫ (দুই দশমি পাঁচ), ৩.০ (তিন দশমিক শূন্য), ৫.০ (পাঁচ দশমিক শূন্য) এবং ৭.৫ (সাত দশমিক পাঁচ) শতাংশের প্লটপ্রাপ্তদের রেজিস্ট্রেশন বাবদ সকল ধরণের ফি, কর বা অন্যান্য খরচ প্লট বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বহন করতে হবে।

৭. স্বেচ্ছায় একক অথবা সমষ্টিগতভাবে পুনর্বাসন ঃ

৭.১ যারা স্বেচ্ছায় একক অথবা সমষ্টিগতভাবে নিজের জায়গায় বসতভিটা নির্মাণের ব্যবস্থা করবে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বসতভিটা উন্নয়নের আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

৭.২ (ক) যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ডিসি অফিস থেকে তিন ধারা নোটিশপ্রাপ্তির পর প্রকল্প এলাকার বাইরে বসতবাড়ী, ফ্ল্যাট ছিল অথবা প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত বসতবাড়ীর অবশিষ্ট জমিতে বসবাস করছেন, এ সকল পরিবার/ব্যক্তি প্লট এবং ভিটা উন্নয়ন অনুদান পাওয়ার যোগ্য হবেন না। যে সকল পরিবার/ব্যক্তি প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর নিজ/ক্রয়কৃত জমিতে নিজ উদ্যোগে পুনর্বাসিত হয়েছেন ঐ সকল ব্যক্তি প্লট পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হলে তাদেরকে নিম্নলিখিত হারে প্রকল্প কর্তৃক ভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হবে। সে মোতাবেক ২.৫ (দুই দশমিক পাঁচ), ৫.০ (পাঁচ দশমিক শূন্য) এবং ৭.৫ (সাত দশমিক পাঁচ) শতাংশের প্লট পাওয়ার যোগ্য পরিবারসমূহ যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জমিতে বসতবাড়ী নির্মাণ করে স্থানান্তরিত হবেন তাদেরকে জাজিরা প্রান্তে যথাক্রমে ১,৫০,০০০, ২,০০,০০০ ও ২,৫০,০০০ টাকা এবং মাওয়া প্রান্তে যথাক্রমে ৩,০০,০০০, ৪,০০,০০০ ও ৫,০০,০০০ টাকা ভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হবে।

(খ) প্লট পাওয়ার যোগ্য পরিবারসমূহকে প্রথমে প্লট দেওয়ার চেষ্টা করা হবে তবে প্লট দেওয়া সম্ভব না হলে বসতভিটা উন্নয়ন সহায়তা দেয়া হবে।

(গ) স্বেচ্ছায় পুনর্বাসিত ভূমিহীন পরিবারকে বসতভিটা উন্নয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যের কোন জমি ১০ বছরে লিজ চুক্তি/ভাড়া দলিল সম্পাদন সাপেক্ষে ভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা যাবে।

৭.৩ (ক) স্বেচ্ছায় নিজেদের জমিতে বসতবাড়ী নির্মাণ করে পুনর্বাসিত হওয়ার বিষয়টি CNGO(ইএসডিও) এর মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে মাঠ পর্যায়ে প্লট বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক প্লট বরাদ্দ করার পদ্ধতি প্রযোজ্য অংশ অনুসরণ করে নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন) বসতভিটা সহায়তা পরিমাণ উল্লেখপূর্বক সুপারিশসহ প্রকল্প পরিচালক বরাবর তাদের তালিকা অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবেন। প্রকল্প পরিচালক উক্ত তালিকা প্রকল্প পর্যায়ের প্লট বরাদ্দ কমিটির সুপারিশসহ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালকের অনুমোদনপ্রাপ্তির পর নির্ধারিত ব্যক্তিগণকে বসতভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করবে। মাঠ পর্যায়ে কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকার বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রকল্প পর্যায়ে প্লট বরাদ্দ কমিটি তা যাচাই বাছাই করবেন এবং প্রাপ্ত অসঙ্গতি যদি থাকে তা সংশোধনপূর্বক প্রকল্প পরিচালকের নিকট দাখিল করবেন।

(খ) নির্বাহী পরিচালক মহোদয় কর্তৃক ভিটা উন্নয়ন সহায়তা অনুমোদনের পর CNGO অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী MISএ প্রাপ্যতা অন্তর্ভুক্ত করবে।

(গ) CNGO কর্তৃক MIS এ প্রাপ্যতা অন্তর্ভুক্ত করার পর নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন) প্রাপ্যতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮. বাণিজ্যিক প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত ঃ

৮.১ জমির মালিকানাসহ শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হারানো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুনর্বাসন সাইটে প্রাপ্যতা অনুযায়ী প্রাধিকার ভিত্তিতে বসতভিটা শ্রেণির হারে মূল্য প্রদান সাপেক্ষে একটি বাণিজ্যিক প্লট বরাদ্দ দেওয়া যাবে। তবে উক্ত প্রতিষ্ঠানে একাধিক অংশীদার থাকলেও প্রতিষ্ঠানের সকল অংশীদারদের অনুকূলে একটি প্লট বরাদ্দ দেয়া হবে। বাণিজ্যিক প্লটের জন্য যোগ্য ব্যক্তিগণের সংখ্যা প্লটের সংখ্যার চেয়ে বেশি হলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে যোগ্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে লটারীর মাধ্যমে প্লট বরাদ্দ দেয়া হবে। বাণিজ্যিক প্লট পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের নিকট হতে আবাসিক প্লট বরাদ্দের ন্যায় আবেদন করতে হবে।

৮.২(ক) জমির মালিকানাবিহীন শিল্প/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হারানোর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জমি ও অবকাঠামো স্বত্ত্বাধিকারী নয় কিন্তু ভাড়ায় পরিচালিত ব্যবসায়িক আয় হারানোর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে প্রাপ্যতা অনুযায়ী বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত বাৎসরিক ভাড়ার ভিত্তিতে পুনর্বাসন সাইটের উন্মুক্ত মার্কেট শেডে ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ জায়গা বরাদ্দ দেয়া যাবে।

(খ) ৮.১ এবং ৮.২ (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বাণিজ্যিক প্লটের জন্য আবেদনকারীগণের আবেদন সংখ্যা যদি বরাদ্দযোগ্য বাণিজ্যিক প্লট এর চেয়ে বেশি হয়, তবে সকল আবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক বাণিজ্যিক প্লট/মার্কেট শেডে জায়গা এর সংখ্যা/পরিমাণ অনুযায়ী বাণিজ্যিক প্লট পাওয়ার যোগ্য আবেদনকারীদের উপস্থিতিতে লটারীর মাধ্যমে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

(গ) দোকানের প্লট এবং মার্কেট শেডের জায়গায় আবেদন প্রাপ্যতা অনুযায়ী আলাদা আলাদাভাবে লটারীর ব্যবস্থা করা হবে। একই ব্যক্তি উভয় জায়গাতে/একাধিক পুনর্বাসন সাইটে মার্কেট শেডে জায়গা/দোকানের প্লট পাওয়ার যোগ্য হবে না।

(ঘ) পদ্মা সেতু প্রকল্প কর্তৃক দোকানের জন্য/মার্কেট শেডে জায়গার জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদের সময় দিয়ে আবেদন প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যেই আগ্রহী আবেদনকারীগণকে আবেদন করতে হবে। পরবর্তীতে প্রাপ্ত সকল আবেদন বাছাইপূর্বক দোকানের প্লট বরাদ্দের কার্যক্রম শুরু হবে।

৮.৩ বিআইডিএস/সিইজিআইএস জরিপের তালিকা থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারী নয় কিন্তু ব্যবসায়িক আয় হারানোর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এমন ব্যক্তিদের নির্বাচন করা হবে।

৮.৪ বাণিজ্যিক প্লটের জন্য আবেদনপত্র দাখিল, বাছাই, অনুমোদন বরাদ্দ ও রেজিস্ট্রেশন প্রদানের জন্য এই নীতিমালার ৪, ৫, ৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিয়মাবলী প্রযোজ্য হবে।

৮.৫ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সাময়িকভাবে বাণিজ্যিক প্লট বরাদ্দপ্রাপ্তির পর বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে প্লটের লিজ মূল্য ২.৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হারে পরিশোধ করবেন। উক্ত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এর হিসাবে জমা হওয়ার পর নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন) পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

৮.৬ বাণিজ্যিক প্লটের জন্য লিজ মূল্য জমাদানের পর বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ৪৫ দিনের মধ্যে নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন) কর্তৃক প্লটের দখল বুঝিয়ে দেয়া হবে।

৮.৭ উন্মুক্ত মার্কেট শেডের দোকানসমূহে ১৫% শতকরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে যদি মহিলাদের বরাদ্দ প্রদানের পর খালি থাকে তা ক্ষতিগ্রস্ত পুরুষদের মাঝে বিতরণ করা যাবে।

৯. অভিযোগ সংক্রান্ত ঃ

৯.১ প্লট বরাদ্দ ও স্বেচ্ছায় নিজেদের জমিতে বসতবাড়ী নির্মাণ করে পুনর্বাসিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বসতভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কোন অভিযোগ জিআরসি (অভিযোগ নিরসন কমিটি) এর নিকট দাখিল করা যাবে। জিআরসির সুপারিশ পর্যালোচনাপূর্বক প্রকল্প পর্যায়ের প্লট বরাদ্দ কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১০. এই নীতিমালা শুধুমাত্র পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের পুনর্বাসন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের অনুকূলে প্লট বরাদ্দের/ভিটা উন্নয়ন সহায়তা/বাণিজ্যিক প্লট বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১১. এই নীতিমালা কার্যকর করা বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন ধরণের জটিলতা বা সমস্যার উদ্ভব হলে সে বিষয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল ক্ষমতা সংরক্ষণ করবেন।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৯ চৈত্র ১৪২৩/১২ এপ্রিল ২০১৭

নং **৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৮.১৬-১২৪**—যেহেতু দেওয়ান আবুল কাশেম মোহাম্মদ নাহীন রেজা (৬০২১৪৩), নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:) সড়ক বিভাগ, গাজীপুর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে গাজীপুর সড়ক বিভাগাধীন পিএমপি(সেতু/কালভার্ট) এর আওতায় গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা আঞ্চলিক মহাসড়কের(আর-৩১০) ৫ম কিলোমিটারে ৬৩.৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ঠিকাদার কে ১৮ মাস সময়সীমা নির্ধারণ করে বিগত ১০.১২.২০১৫ তারিখ কার্যাদেশ প্রদান করেন;

যেহেতু কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদার সেতু নির্মাণে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত অত্যন্ত নিম্নমানের পাথর সাইটে মজুদ করেছেন মর্মে মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য সংশ্লিষ্ট মনিটরিং টীম গত ৩০.০৫.২০১৬ তারিখ সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন করেন ও পরিদর্শনকালে অভিযোগের সত্যতা পায়;

যেহেতু দরপত্র অনুমোদন পত্রের (স্মারক নম্বর-৩৫.০০.০০০০.০১৫.০৭.১৫৯.১৫-১০৪৫ তারিখ:১৫.১১.২০১৫ খ্রিস্টাব্দ) শর্ত নম্বর-০৬এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, কাজের গুণগতমান স্পেসিফিফিকেশন অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী সরেজমিনে নিশ্চিত করবেন এবং শর্ত নম্বর ৭ অনুযায়ী এর দায়-দায়িত্ব বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার উপর বর্তাবে;

যেহেতু দরপত্র অনুমোদন পত্রের সুস্পষ্টভাবে শর্ত থাকা সত্ত্বেও বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা হিসাবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন এবং কর্তব্য কাজে অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এতে জনস্বার্থ দারুনভাবে বিঘ্নিত হয়েছে ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে;

যেহেতু দেওয়ান আবুল কাশেম মোহাম্মদ নাহীন রেজা, নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:) সড়ক বিভাগ, গাজীপুর-এর উপযুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-২(এফ) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী অসদাচরণ;

যেহেত উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (বি) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী অসদাচরণ হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৪/২০১৬ রুজু করা হয়;

যেহেতু উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি প্রদান করা হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি-না অথবা বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কি-না তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু তিনি গত ২৩.০১.২০১৭ তারিখে জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানীর আগ্রহ প্রকাশ করলে গত ১৯-০২-২০১৭ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীর সময় প্রদত্ত বক্তব্য ও সংশ্লিষ্ট দলিল দস্তাবেজ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকানার সেতু নির্মাণে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে স্পেসিফিকেশন বর্হিভূত অত্যন্ত নিম্নমানের পাথর সাইটে মজুদ করেছিল । এ পাথর সেতু নির্মাণে ব্যবহারের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ তত্ত্বাবধানে গাফিলতি হয়েছে মর্মে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু এক্ষণে, দেওয়ান আবুল কাশেম মোহাম্মদ নাহীন রেজা (৬০২১৪৩), নির্বাহী প্রকৌশলী (চ: দা:) সড়ক বিভাগ, গাজীপুর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(এ) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে তিরস্কার (censure) দণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১০.১৭-১২৫—যেহেতু জনাব মো: আহসান হাবীব (পরিচিতি নম্বর ৬০২২১৭), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ,গাজীপুর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে গাজীপুর সড়ক বিভাগাধীন পিএমপি(সেতু/কালভার্ট) এর আওতায় গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা আঞ্চলিক মহাসড়কের (আর-৩১০) ৫ম কিলোমিটারে ৬৩.৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণ কাজে তাঁর তদারকি ও অবহেলার জন্য কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদার কর্তৃক স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত নিম্নমানের পাথর মজুদ করে এবং নির্মাণাধীন সেতুতে নিম্নমানের কাজ হওয়া বা হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল;

যেহেতু এ বিষয়ে মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য সংশ্লিষ্ট মনিটরিং টীম গত ৩০.০৫.২০১৬ তারিখ সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন করেন ও পরিদর্শনকালে অভিযোগের সত্যতা পায়;

যেহেতু দরপত্র অনুমোদন পত্রের (স্মারক নম্বর-৩৫.০০.০০০০.০১৫.০৭.১৫৯.১৫-১০৪৫, তারিখ: ১৫.১১.২০১৫ খ্রিস্টাব্দ) শর্ত নম্বর-০৭ এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, দরপত্রে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করা না হলে তার দায়-দায়িত্ব কাজ বাস্তবায়নকারী ও তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তার উপর বর্তাবে;

যেহেতু দরপত্র অনুমোদন পত্রে সুস্পষ্টভাবে শর্ত থাকা সত্ত্বেও বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন এবং কর্তব্য কাজে অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এতে জনস্বার্থ দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে;

যেহেতু জনাব মো: আহসান হাবীব, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, গাজীপুর এর উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ১৯৮৫ এর বিধি-২(এফ) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী অসদাচরণ;

যেহেতু উক্ত কার্যকলাপ একই বিধিমালার ৩ (বি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর ১/২০১৭ রুজু করা হয়;

যেহেতু উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি প্রদান করা হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্য দিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি-না অথবা বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কি-না তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু তিনি গত ০৮-০৩-২০১৭ তারিখে জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানী আগ্রহ প্রকাশ করলে গত ২৯.০৩.২০১৭ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীর সময় প্রদত্ত বক্তব্য ও সংশ্লিষ্ট দলিল দস্তাবেজ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদার সেতু নির্মাণে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে স্পেসিফিকেশন বর্হিভূত অত্যন্ত নিম্নমানের পাথর সাইটে মজুদ করেছিল। এ পাথর সেতু নির্মাণে ব্যবহারের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ তত্ত্বাবধানে গাফিলতি হয়েছে মর্মে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু এক্ষণে, জনাব মো: আহসান হাবীব (পরিচিতি নম্বর ৬০২২১৭), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, গাজীপুর-কে সরকারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(এ) মোতাবেক লঘু দণ্ড হিসেবে তিরস্কার (censure) দণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সচিব।

ডিএফডিপি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ চৈত্র ১৪২৩/০৪ এপ্রিল ২০১৭

নং **৩৫.০০.০০০০.০২৯.০৬.০৫৭.১৬-২২১**—এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), ফরাসী দাতা উন্নয়ন সংস্থা (এএফডি), গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি(জিইএফ) এর আর্থিক সহায়তায় ''গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট (বিআরটি,গাজীপুর-এয়ারপোর্ট)" প্রকল্প বাস্তবায়নের আওতায় ঢাকা এবং গাজীপুর জেলায় অধিগ্রহণকৃত ভূমি রাইট অব ওয়েতে বিদ্যমান জমি, অবকাঠামো, গাছপালা ,ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বসবাসকারী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রচলিত আইনের অধীনে এবং উন্নয়ন সহযোগী এডিবি এর সাথে চুক্তি অনুযায়ী রিসেটেলমেন্ট প্লান বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রত্যাশী সংস্থা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত ৪ (চারটি) টি কমিটি গঠন করা হল:

১। **Joint Verification Committee (J VC)**

(ক) প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নি:প্র:), সওজ (প্রকল্প পরিচালক, জিডি এসইউটিপি কর্তৃক মনোনীত)—আহবায়ক

(খ) এরিয়া ম্যানেজার, আরপিআই এনজিও (সিসিডিবি)—সদস্য সচিব

(গ) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এর মনোনীত প্রতিনিধি—সদস্য

কার্যপরিধি:

(ক) আরপিআই এনজিও (সিসিডিবি) কর্তৃক সরেজমিনে জরীপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকা ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা ও ক্ষতির পরিমাণ যাচাইপূর্বক সমন্বয়করণ, যৌথ জরিপ ফরম পূরণ ও স্বাক্ষরকরণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নিরূপণ এবং প্রকল্প পরিচালকের নিকট পেশকরণ;

(খ) প্রকল্পাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিজস্ব সড়ক (রাইট অব ওয়েতে) ও সরকারের অন্যান্য সংস্থার জমিতে দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বসবাসকারীদের সনাক্তকরণ এবং ঐ সকল ব্যক্তিদের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ, যৌথ জরিপ ফরম স্বাক্ষরকরণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নিরূপণ ও সনাক্ত স্বাক্ষরকরণ এবং প্রকল্প পরিচালকের নিকট পেশকরণ।

২। **Property Valuation Advisory Committee (PVAC)**

(ক) প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নি:প্র:), সওজ (প্রকল্প পরিচালক, জিডি এসইউটিপি কর্তৃক মনোনীত)—আহবায়ক

(খ) এরিয়া ম্যানেজার, আরপিআই এনজিও (সিসিডিবি)—সদস্য সচিব

(গ) সংশ্লিষ্ট জেল প্রশাসক এর মনোনীত প্রতিনিধি—সদস্য

কার্যপরিধি:

(ক) Resettlement Planএর ক্ষতিপূরণ নীতিমালার আলোকে অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি, অবকাঠামো ও গাছপালার Replacement valueসহ অতিরিক্ত নগদ মঞ্জুরী ও অন্যান্য সম্পদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে বাজার মূল্য প্রদানকল্পে মূল্য জরিপ পরিচালনা করে ভূমি, অবকাঠামো, গাছ-পালা ও অন্যান্য সম্পদের বর্তমান মূল্য নিরূপণ ও মূল্য তালিকায় স্বাক্ষরকরণ;

(খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারি সংস্থার জমিতে অবস্থানরত ব্যক্তিদের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের মূল্য জরীপ পরিচালনা করে বাজার দর অনুযায়ী বর্তমান মূল্য নিরূপণ ও মূল্য তালিকায় স্বাক্ষরকরণ; এবং

(গ) গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) প্রকল্প এর সময়সীমা অনুসরণে উপর্যুক্ত কার্যাদি সম্পাদন করে সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্র/প্রতিবেদন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের নিকট পেশকরণ।

৩। **Grievance Redress Committee (G R C)**

৩.১। GRC at Field Level

(ক) প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নি: প্র:), সওজ (প্রকল্প পরিচালক, জিডি এসইউটিপি কর্তৃক মনোনীত)—আহবায়ক

(খ) এরিয়া ম্যানেজার, আরপিআই এনজিও (সিসিডিবি)—সদস্য সচিব

(গ) সহকারী প্রকৌশলী,সওজ (প্রকল্প পরিচালক, জিডি এসইউটিপি কর্তৃক মনোনীত)—সদস্য

(ঘ) নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি—সদস্য

(ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি—সদস্য

কার্যপরিধি:

(ক) প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসন সুবিধাদি,ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান বিষয়ে সংক্ষুব্ধ এবং শুনানী গ্রহণ;

(খ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নালিশ যদি ভূমি অধিগ্রহণ আধ্যাদেশ এর সালিশ (Arbitration)পদ্ধতি অথবা প্রচলিত আইনের আওয়তাভুক্ত কোন বিষয় সংক্রান্ত হয় তবে এই কমিটি উক্ত নালিশ সশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার পরামর্শ দেবে। নালিশ যদি প্রচলিত আইনের আওতাভুক্ত না হয় সেক্ষেত্রে রিসেটেলমেন্ট প্লান এর নীতিমালার আলেকে বিষয়সমূহ নিস্পত্তির ব্যাপারে কমিটি সুপারিশমালা তৈরী করবে;

(গ) ভূমিহীন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের নালিশ কার্য এ কমিটি কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করে সুপারিশমালা তৈরি করবে;

(ঘ) কমিটির সুপারিশমালা অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালক, গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট (বি আরটি, গাজীপুর এয়ারপোর্ট) এর নিকট পেশ করবে।

নালিশ গ্রহণ ও নিস্পত্তি করার পদ্ধতিঃ

(ক) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রকল্পের পরিচয়পত্র প্রাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে অথবা প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে তাকে অবহিত করার ১ (এক) মাসের মধ্যে লিখিতভাবে আহবায়কের কার্যালয়ে আবেদন করতে পারবেন।

(খ) এ কমিটি নালিশ প্রাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে বিষয়টি নিস্পত্তি করবেন এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজের রেকর্ড ও সভার কার্য বিবরণী সংরক্ষণ করবেন।

(গ) আহবায়কের কার্যালয়ে এই কমিটির যাবতীয় কাজ অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি অবশ্যই উল্লেখ করবে।

(ঙ) কমিটির নালিশ প্রতিকার সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী এবং এই সংক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার স্থানীয়ভাবে ফোকাস গ্রুপ সভায় এবং ক্ষুদ্র পুস্তিকা বিলির মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

৩.১। **GRC at Project Level**

(ক) প্রকল্প পরিচালক, সওজ, জিডি এসইউটিপি–আহবায়ক

(খ) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওজ), প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক মনোনীত–সদস্য সচিব

(গ) আরপিআই এনজিও (সিসিডিবি) এর প্রতিনিধি–সদস্য

(ঘ) স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি–সদস্য

(ঙ) স্থানীয় মহিলা কমিশনার, সংশ্লিষ্ট সিটি করপোরেশন–সদস্য

কার্যপরিধিঃ

(ক) Field Level GRC এর সুপারিশের উপর অসন্তুষ্ট সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিগণের আবেদন বা নালিশ পুন:বিবেচনার জন্য গ্রহণ এরং শুনানীকরণ।

(খ) Project Level GRC এর সুপারিশসমূহ এবং পুন: আবেদন যাচাই ও পর্যালোচনান্তে সুপারিশসহ অনুমোদনের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ্ এর নিকট পেশকরণ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. সৈয়দা সালমা বেগম
উপসচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৫ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৯ মাচ ২০১৭ খ্রি:

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.১৭-১৩৪**—ডিএমপি, ঢাকার খিলগাঁও থানার মামলা নম্বর-১০, তারিখ, ০৭-০৬-২০১৬ খ্রি: ধারা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ১০। গত ০৭-০৬-২০১৬ খ্রি: তারিখ ডিএমপি, ঢাকার খিলগাঁও থানাধিন জোড় পুকুর মাঠের দক্ষিণ পার্শ্বে পাকা রাস্তার উপর আসামী মোঃ আজিজুর রহমান (২৫) পিতা-মৃত মাসুদুর রহমান এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত-হিযবুত তাহরীর ৫০ টি লিফলেট, মোবাইল ফোন, সিম কার্ড ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামী নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহরীর সদস্য হয়ে লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে অপরাধ সংঘটনে ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১২ ও সংশোধনী, ২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.১৭-১৩৫**—ডিএমপি, ঢাকার ভাটারা থানার মামলা নম্বর-১১, তারিখ, ২২-১১-২০১৬ খ্রি: ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ৮/৯/১৩। গত ২২-১১-২০১৬ খ্রি: তারিখ ডিএমপি, ঢাকার ভাটারা থানাধীন প্লট নং-৩৯৯, রোড নং-১১, ব্লক-সি এর সামনে রাস্তার উপর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা ৩নং ওয়ার্ড (ভাটারা ইউনিয়ন) ভাটারা, ঢাকায় আসামী মোঃ ফাহামিদুর রহমান (২৫), পিতা-হাজী ফজলুর রহমান এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত-নিষিদ্ধ ঘোষিত হিযবুত তাহরীর উলাইয়াহ বাংলাদেশ সংগঠনের ছাপিত লিফলেট ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামী নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহরীর সদস্য হয়ে নিষিদ্ধ সত্তা সমর্থন করে লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে অন্যকে উক্ত নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনে যোগদানের আহবান করে অপরাধ সংঘটনে সাহায্য ও সহায়তা এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্ররোচিত করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১২ ও সংশোধনী, ২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.১৭-১৩৬**—ডিএমপি, ঢাকার বিমানবন্দর থানার মামলা নম্বর-২৬, তারিখ, ১৮-১১-২০১৬ খ্রি: সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ৬/৯(১)/১০/১১/১২। গত ১৬-১১-২০১৬ খ্রি: তারিখ ডিএমপি, ঢাকার বিমানবন্দর থানাধীন রেলস্টেশন প্লাটফর্ম হতে ১০০ গজ পূর্বে সিভিল এভিয়েশন আনসার কোয়ার্টার (ইর্শ্বাল কলোনী) মুখী পাবলিক টয়লেটের পাশে পাকা রাস্তার উপর আসমী মাওলানা আব্দুল হাকিম ফরিদী @ সুফিয়ান (৪০) পিতা-মৃত আব্দুছ সাত্তার ও অন্যান্য আসামীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত-হাত বোমা, বিদেশী পিস্তল ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ পরস্পর যোগসাজশে দেশের নিরাপত্তা, দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করা, জনসাধারণের মাঝে আতংক সৃষ্টি এবং সরকার উৎখাতের উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটনের ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টায় লিপ্ত থেকে নাশকতা কর্মকাণ্ড ঘটানোর উদ্দেশ্যে বর্ণিত আলামত নিজ হেফাজতে রাখা ও সহায়তার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১২ ও সংশোধনী, ২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.১৭-১৩৭**—ডিএমপি, ঢাকার শাহ আলী থানার মামলা নম্বর- ৩৬, তারিখ- ২৫-১২-২০১৫ খ্রিঃ ধারা; সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯ এর (সংশোধনী/২০১৩) এর ৬ (২) (ই)/৮/৯/১০/১২/১৩। গত ২৪/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ ডিএমপি, ঢাকার শাহআলী থানাধিন মিরপুর-১ নং এর ব্লক নং- এ, রোড-০৯, বাসা নং- ৩ এর ছয় তলা ভবনের ছয় তলার দক্ষিণ পার্শ্বের ফ্লাটে আসামী মোঃ আবু সাইদ@ রাসেল @সালমান (২২) পিতা হাফিজ উদ্দিন সরকার ও অন্যান্য আসামীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত- তাজা হ্যান্ড মেইড গ্রেনেড, গ্রেনেড তৈরীর মেশিন, গ্রেনেড তৈরীর উপাদান, কম্পিউটার, গ্লুগান মেশিন ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জেএমবি'র সক্রিয় সদস্য হয়ে ঢাকা শহরে নাশকতা সংগঠনের জন্য বিস্ফোরক দ্রব্য, তাজা গ্রেনেড আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি, গ্রেনেড তৈরির সরঞ্জাম ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি নিজ দখলে রেখে জঙ্গী সংগঠনের কার্যক্রমকে গতিশীল, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা, ষড়যন্ত্র, জঙ্গীবাদকে সহযোগিতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্ররোচিত করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১২ ও সংশোধনী, ২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১১.১৭-১৪২**—সিলেট জেলার কোম্পানিগঞ্জ থানার মামলা নম্বর- ২৩, তারিখ- ৩১-০৮-২০১৬ খ্রিঃ ধারা- সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/ ২০১৩) এর ৬ (২) (ই) (ঈ) (উ) ১০/১২/১৩। গত ৩০-০৮-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ থানাধিন রাজনগর নতুন বাজারস্থ 5- STAR কিন্ডার গার্ডেন স্কুলের কক্ষে মাওঃ মোঃ ফয়জুর রহমান (৩৪) পিতা- হাজী জামিল আহাম্মদসহ অন্যান্য আসামীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত-চকোলেট বোমা, জিহাদী বই ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে,আসামীগণ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করে প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি ক্ষতি সাধনের প্রচেষ্টা, প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র,সাহায্য ও সহায়তা এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে বর্ণিত আলামত মজুদ করে বিভিন্ন লোককে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১২ ও সংশোধনী, ২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০৩.০০১.১৬-১৪৩**—ডিএমপি, ঢাকার পল্টন মডেল থানার মামলা নং-৩৪, তারিখ- ২৩-০৩-১৬ খ্রিঃ পাসপোর্ট (অপরাধ) আইন, ১৯৫২ এর ধারা ৩ (১) এর (চ)। গত ২৩-০৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ডিএমপি, ঢাকার পল্টন মডেল থানাধীন ৭৮, নয়াপল্টন মসজিদের গলি সনজরী টাওয়ারের ৭ম তলা হাউস নং-৭/সিAll shovo oversisএর অফিস কক্ষে আসামী মোঃ জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু (৩৫) পিতা-মৃত আলী আজমসহ অন্য আসামীর নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত- কম্পিউটার, পেনড্রাইভ, কার্ড রিডার, মোবাইল সেট, সীম, পাসপোর্ট ও ভিসার ফটোকপি ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ অবৈধভাবে নিজ হেফাজতে বিভিন্ন লোকের নামীয় মোট ১৭৪ টি পাসপোর্ট রাখার অপরাধ করেছে। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদন (Sanction)প্রদান করা আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় পাসপোর্ট (অপরাধ) আইন, ১৯৫২ এর ধারা ৩ উপধারা (২) এর অধীন সরকারের অনুমোদন (sanction) এতদদ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মমতাজ উদ্দিন
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস- ২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০১৭

নং **৪৬.০৮৫.০১৮.০১.০০.০০৬.২০১১(অংশ-২)-২৬৩**—পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১) (ঘ) ও ৬ (৩) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব আবুল কাসেম খান, সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-কে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য পদে নিয়োগ করা হলো। তিনি পূর্বের সদস্য জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান এর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কে এম কামরুজ্জামান সেলিম
উপসচিব।